শ্রী শ্রী সন্ন্যাসীতলা

শ্রী শ্রী সন্ন্যাসীতলা

মজিদ মাহমুদ

ঝুনন

শ্রী শ্রী সন্ন্যাসীতলা
মজিদ মাহমুদ

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

বুনন bunonprokashon@gmail.com
ফোন: +৮৮ ০১৭১১ ৪৪৪ ৯২৮
৫০৪, কাকলী শপিং সেন্টার
জিন্দাবাজার, সিলেট-৩১০০

প্র থ ম প্র কা শ
ফেব্রুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ : .....
মূল্য : ২০০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম

Shree Shree Snnyasi tala
(a collection of poems)
by **Mozid Mahmud**
Published in February, 2022
Published by Bunon Prokashon, Sylhet-3100
Tk : 200, Rs : 200, $: 15

ISBN : 978-984-96049-0-7

উৎসর্গ

কবি শিমুল মাহমুদ
বন্ধুবরেষু

সূচি

কিয়ামত ০৯ ● একাকীত্ব ১০ ● বিভ্রান্ত রেখা ১১ ● শ্রী শ্রী সন্ন্যাসী-তলা ১২ ● পরিহাস ১৩ ● মহাপ্রলয় শেষে ১৪ ● তোমার সান্নিধ্যের দিন ১৬ ● মহাবসর ১৭ ● সময়ের সাক্ষী ১৯ ● অনুপ্রবেশকারী ২১ ● পরিবর্তন আসছে ২২ ● নির্জন প্রার্থনা ২৪ ● তোমার লাসভেগাস ২৫ ● নিশিমতার পক্ষে ২৬ ● অপেক্ষা ২৭ ● মৃত্তিকার অসুখ ২৮ ● পর্বতে ঘরদোর ৩০ ● অধিকৃত দেশ ৩১ ● আম্পানের রাতে ৩২ ● চাঁদ ৩৩ ● তুমি ৩৪ ● নিরন্তর খেলা ৩৫ ● পৃথিবীর সন্তান ৩৬ ● মৃতদেও সাথে থেকে না ৩৮ ● মা হাওয়া ৪০ ● কিছু কষ্টের স্মৃতি ৪১ ● তুমি আছ ৪২ ● ঘোড়সরওয়ার ৪৩ ● নদীর কান্না ৪৪ ● গন্তব্যে ৪৫ ● পুনরপি জীবন ৪৬ ● পথের বাঁকে ৪৭ ● বিবর্ণ ঘুম ৪৮ ● ফুল ৪৯ ● কানেক্টিং ফ্লাইট ৫১ ● নির্জন বিটপির তলে ৫২ ● মৃত্তিকার অসুখ ৫৩ ● অনঙ্গ ৫৫ ● কখন কাটলে টিকিট ৫৬ ● অমিতাভ ৫৭ ● ঘড়ি ৫৮ ● সমাগত আড়াল ৬০ ● হেমন্ত চলে গেছে ৬১ ● মৃতদের রাজ্যে ৬২ ● উল্টো রথে ৬৪

কিয়ামত

একদিন কিয়ামত আসবে ঠিক
তাঁর কিতাবে এমনই আছে লেখা
যিশু বলেছিলেন পিতার রাজ্যের
বুদ্ধ শোনান জাতক দিনের গান
শিবের নৃত্য পৃথিবীর অবসান
সুর ভেসে আসে বংশিবাদক শ্রীকৃষ্ণের থান
কি বলে শোন মানুষের বিজ্ঞান
সূর্য একদিন হারিয়ে ফেলবে তেজ
হবে পৃথিবীর অবসান
আমাদের চাওয়া নয় ভিন্ন কিছু
গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসুক শিশু
শরীর থেকে পাখিগুলো উড়ে যাক
হোক মাটি পুড়ে তপ্ত সোনা খাক
পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়ুক
পাপের রাজ্য সঞ্চিত ধন পুড়ুক
শোন ক্ষমতালোভী ধনিক মহাজন
ফুঁৎকারে দেখ উড়ছে তোমার ধন।

একাকীত্ব

এমন দিন তো আসতেই পারে- যখন লোকজন আমারই মতো একা হয়ে যাবে
আমারই মতো তাদের আনন্দ বেদনাগুলো তাদের সাথে খেলতে থাকবে
নদীতে জল উঠাবে, গরুগুলো সূর্যাস্তের আগে ফিরে যাবে নিজস্ব আলয়ে
আমারই মতো ধূম্রজলে শব-শৎকার করে বসে থাকবে লাল চুল্লির পাশে

আমাকেই ডাকতে থাকবে তাদের নিজ নিজ নামে- বলবে হে মানুষ, ঈশ্বরশর্মা
আমাদের অলীক কষ্টগুলো, মায়া ও প্রপঞ্চগুলো মূলত তোমার রহস্যের ছায়া
তুমি মরে যাবার পরেও আমরা অনেক অনেক দিন মরে গেছি, কদাচিৎ জেগেছি
আমাদের ভাষা নির্মাণ বাঁশিতে সুর সংযোগ আমাদের একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাস

কে তুমি প্রাচিন প্রপিতামহী এখনো আছ জেগে, এখনো ভাবছ হয়তো কেউ
পর্বত থেকে নেমে আসবে জলে- বলবে এখনে বাজবে না একাকীত্বের সঙ্গীত
সকল শিশু পানিতে ভাসতে ভাসতে কিনারায় উঠবে লম্ফে, কেউ তাদের
পারবে না ধরতে, কোল থেকে কোলে ছড়িয়ে পড়বে- আনন্দের টানে

যারা বলে একাকীত্ব তাদের উপভোগ্য- তারা ঈশ্বরের মতো ভয়ঙ্কর একা
আমারই মতো তোমরাও একদিন একা হতে হতে পেয়ে যাবে তার দেখা।

বিভ্রান্ত রেখা

পরিপূর্ণ সুখ আমি কোনোদিন পাইনি
যদিও আমি একটি মানব জীবনই পার করেছি
তবু আমার অনুভূতিগুলো কখনো স্বাধীন ছিল না
যেমন আমার চোখ দৃশ্যের বাহন হলেও
বস্তুত পুরোটা দেখতে দেয়নি
আমার পরম-সুন্দরের বদলে- চোখ নিজেই দিয়েছে
বিভ্রান্ত সৌন্দর্যের ধারণা
তাই আমি যখন ভালোবাসতে গেছি
তখন আমার প্রিয়তমা নানা সপেক্ষে বিভাজিত হয়েছে
আমার বিশ্বাস- এক জন্মান্ধ ছাড়া প্রত্যেকে বহুগামী
যে সঙ্গীতে জগৎ সৃষ্টি
তার কতটুকুই বা আমি শুনতে পেরেছি
যখনই আমি তোমার সুর ভেবে উৎকর্ণ হয়েছি
ঠিক তখন আমার কান শুনেছে অন্য কারো কোরাস
একজন জন্মবধির ছাড়া কে শুনেছে তোমার ঐকান্তিক সঙ্গীত
আমি অনেকবার বলতে চেয়েছি- আমাদের দু'জনার কথা
আর তুমি ততবারই ভুল বুঝে চলে গেছ দূরে
আজ বুঝি, ভাষা রুদ্ধ করেছে আমাদের মিলনের পথ
তোমার উদ্দেশে কতবার ঘর থেকে হয়েছি বাহির
পথ শেষে আবিষ্কার করেছি মসজিদে মন্দিরে
কখনো সিনাগগ হয়ে চলে গেছি অগস্ত্যয়
হরেক পোশাকে শোকগাঁথা ছাড়া তোমায় দেখিনি
আজ ভাবি, পা না থাকলে হতো না- এতটা ভুল
এইসব অঙ্গ কেবল তোমার কাছে যাবার বিভ্রান্ত-রেখা।

শ্রী শ্রী সন্ন্যাসী-তলা

এক সন্ন্যাসী আমায় বলেছিল শৈশবে
একটি নদীর ধারে বটবৃক্ষ তলে
শ্রী শ্রী সন্ন্যাসীতলা মাকালীন মন্দির
পাশে তার ছিল ভক্তদের ভিড়
বক্ষ ও যোনীদেশ ঢাকা ছিল নৃমুণ্ডের মালা
খড়্গ ও ত্রিশূল হস্তে মা মিটাচ্ছিলেন জ্বালা
জন্ম দিয়েছি বলেই তোরে করব বিনাশ
পদতলে জগত পিতা করে হাঁসফাঁস
যেখানে বসেছিল সাপ্তাহিক হাট
সম্মুখে ছিল ভুবনডাঙ্গার মাঠ
বলেছিল বালক দেখতে পাচ্ছ কিছু
হাট থেকে বাড়ি ফিরি বাবার পিছু
বলেছিল- এই খানে বটবৃক্ষের তলে
সবাই একে একে যায় রসাতলে
এসেছিল যারা এই হাটে একদিন
সেই সব প্রেতযোনি নাচে ধিনাধিন
কেউ নেই তারা আজ দৃশ্যের বাটে
শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে শুষ্ক কাষ্ট খাটে
দৃশ্যের সকলে হয়েছে গত
তুমি কেবল মৃত্তিকার অমোচনীয় ক্ষত
এই মাঠে একদিন খাণ্ডব দাহন
কুরু পাণ্ডব ভ্রাতৃঘাতী রণ
তারা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমায় মাঠে
ভুলো না সেই কথা নিমগ্ন পাঠে
মানুষের থাকিবার সাধ তবু এই খানে
থেমে যায় মৃতদের গানে।

পরিহাস

আগে এই কবরস্থানে আসলে খুব ভয় হতো
খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারতাম না
মনে হতো কিছু মানুষের শরীর ঘিরে
অদৃশ্য আত্মারা বেড়াচ্ছে ঘুরে
টের পেতাম তাদের নিঃশ্বাসের বায়ু
যদিও কবরগুলো এখন
খ্রিস্টান সেমিট্রির মতো বাঁধানো
নানা রকম বাহারি গাছ ফুলের সমারোহ
ভেতরে রাস্তা ও বসার সুবন্দোবস্ত
আগের মতো জুতা খুলতে হয় না আর
প্রত্যেক এপিটাফে রয়েছে নাম
সালাম আব্দুল করিম রহমান
ফৌজিয়া আকলিমা জান্নাত আরা
এখানে ঘুঁচে গেছে নারী-পুরুষের ফাঁড়া
যদিও কেউ ডাকে না নাম ধরে আর
পৌত্র-দৌহিত্র পরিবার
কেউ জানে না তারাও একদিন
চেয়েছিল তাদের আত্মার শান্তি
তারা কি এখানেই আছে শুয়ে
যাদের কবর বাতাসে- মহামারী ত্রাসে
কলেরা গুটিবসন্ত আর জাহাজ ডুবিতে
গিয়েছিল ভেসে
এখানে হয় নানা প্রশ্নের উদয়
এখানেই হয়তো আছে
মা-পিতা ভাই-বোন শিক্ষক আত্মীয় স্বজন
যাদের অস্থিতে গজিয়েছে ঘাস
তারা আজ করে পরিহাস।

মহা-প্রলয় শেষে

এই মহামড়ক শেষে আমি যদি আবার জেগে উঠি
জেগে উঠি হারিয়ে যাওয়া মহাদেশের অন্তরীপ থেকে
তখন তোমায় পুরোটা পাওয়ার জন্যই করব লড়াই
তোমার পূর্ণ অধিকার ছেড়ে ধরব না খণ্ডাংশ
বলব না তোমার পিঠের বদলে বুক
চুলের বদলে নাভি না হলেও চলে
তখন পৃথিবীতে প্রবর্তন হবে সমন্বিত আইন
তোমার জন্য এক, কিঙ্করীদের আরেক হবে না কখনো
মানব সভ্যতা অহেতুক করবে না বড়াই
বলবে না মানুষ ভোগের জন্য সৃষ্টি এই মাকলুকাত
আমরা যদিও ছিলাম এই পৃথিবীরই সন্তান
কেউ বা হাতের মতো, কেউ ছিল পায়ের আঙ্গুল
যে-সব অংগ আমাদের দৃশ্যের বাইরে ছিল
তারও আমাদের জীবন করেছিল দান
এমনকি পেটের মধ্যে পরজীবী ব্যাকটেরিয়াগুলো
আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল
অথচ দ্বিপদ প্রাণ ছিল অকৃতজ্ঞ
মাছি তাড়ানোর লেজ না থাকলেও ছিল হাতের দম্ভ
অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না তার বাঁচা
তার সকল কাজে অহংকারের প্রচার
এমনকি নিজেদের মধ্যেও ছিল বড়ত্বের লড়াই
শাদা সর্বদা কালোর উপর
পুরুষ সর্বদা নারীর উপর
ধনী সর্বদা গরীবের উপর দেখাতো কেদ্দারি
ঈশ্বরকে নিয়েও তাদের মধ্যে ছিল ভাগাভাগি
অনেক রক্তপাত ঘটেছে তার মালিকানার দাবি নিয়ে
উপাসনালয়গুলো ছিল ক্ষমতা প্রকাশের উপায়
তারা প্রভুকে বানিয়েছিল খণ্ডিত পৃথিবীর মালিক
তারা এতটাই অহংকারী হয়ে উঠেছিল এই ভেবে-
তাদের জাহাজগুলো জল ও বায়ুতে সমান ভাসমান

ক্রুদ্ধ ঈশ্বর একদিন পাঠালেন তার অদৃশ্য বাহিনি
জল ও বায়ুযানগুলো বন্দরে পারল না ভিড়তে
ভাগাভাগির মন্দির থেকে পুরোহিত গেল পালিয়ে
গির্জা ও সিনাগগগুলো থাকলো শূন্য পড়ে
একাই দাঁড়িয়ে রইল নিঃসঙ্গ কাবা
সহস্র বছর ধরে পোড়া মাটির ইমারত-
মানুষ যকে সভ্যতা ভেবেছিল
তা আজ কেবলই প্রত্নতত্ত্বের বিষয়
আমরা তখন পেটের মধ্যে মারা গিয়েছিলাম
আমরা শিশ্নোদরের মধ্যে আটকে ছিলাম
এই মড়ক আমাদের দিয়েছিল মুক্তি
মানুষ বুঝেছিল তারা ছিল নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সন্তান
সকল গোলাকার গর্ত ও লম্বমান বস্তু মিলেই তিনি
তিনিও তার সৃষ্টির অংশ
এই মহা-প্রলয় শেষে আবার যদি জেগে উঠি প্রিয়তমা
তোমায় পারবে না কেউ বিচ্ছিন্ন করতে
কেননা তখন সবাই জেনে যাবে-
তুমি আর আমি মিলেই এই সম্পূর্ণ গোলক
পিঠ ও পেটের দিকে সমান দৃশ্যমান।

তোমার সান্নিধ্যের দিন

প্রভুর সঙ্গে এই তো তোমার একা থাকার দিন
এতকাল কেবল বলেছ মুখে- প্রাণাধিক প্রিয়
একা করে পাওনি তার সান্নিধ্য
মসজিদে হাজার লোকের মাঝে কিংবা
একটি চতুষ্কোণ ঘরের চারিদিকে
নিয়মরক্ষায় বৃত্তাকার ঘুরেছ
আপন করে পাওনি কখনো
তিনিও তোমায় নিজের করে দেয়নি ধরা
অথচ দেখ, কি ছুঁতোয় তিনি এসেছেন কাছে
তোমার পাশ থেকে প্রিয়জনদের করেছেন দূর
তিনি ছাড়া দৃশ্যত কেউ নেই তোমার পাশে
এখনই সময় তাকে পুরোটা দেবার
নিজেকে একান্তে তুলে ধরার
তার পদতলে রাখ তোমার বিত্ত-বৈভব
ছুড়ে ফেল অহমিকার কঙ্কন- নশ্বর কামনা
বল আমার জীবন যৌবন সকল প্রিয়জন
সম্পদের মায়া- সব তোমার
তুমি যেভাবে নেবে আমি সেভাবেই তোমায় দিব
এতকাল তোমায় চেয়েছি লোক-নিন্দার ভয়ে
নেতার নির্দেশিত পথে
কেঁদেছি অসংখ্য উমেদারের মাঝে
আমিও ছিলাম বাগাড়ম্বর প্রশংসাকারীর দলে
আজ যখন তুমি এসেছ আমার ঘরে
তোমায় পেয়েছি নির্জন একা
তুমি নিয়ে গেলে নাও
ঘুম যদি নাও ভাঙে
তবু এ জীবনে তোমার পেয়েছি দেখা
এমন মিলনের দিনে
কে আর যাবে বলো গণ জামায়াতে!

মহাবসর

এই মহামড়ক দেখব বলেই
নিজেকে যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি
যদিও ঘরে বন্দি তবু
আহার ও শরীর চর্চায় হচ্ছে না ব্যত্যয়-
প্রাণঘাতি জীবাণুগুলোর প্রবেশ ঠেকাতে
সেনিটাইজারে ঘষছি জানালার শার্শি
গৃহকর্মী আর গাড়ির চালক হয়েছে বিদায়
এখন নিজেই নিজের খাদ্য করছি প্রস্তুত
বাইরে থেকে প্রবেশ
ভেতর হতে গমন পুরোপরি বারণ
এমনকি গৃহে প্রবিষ্ট আততায়ী বাতাস
হয়ে উঠছে অবিশ্বস্ত
যেমন অবসান হয়েছে একান্ত চম্বুন
পরস্পর জড়িয়ে ধরার দিন
প্রাণাধিক সন্তান পালিত-পশুর যত্ন সব
সন্দেহের তালিকায়
নিজের হাতও হতে পারে বিশ্বাসঘাতক
বাইরে যদিও একটানা সামরিক টহল
তবু কেউ নিশ্চিত নই কখন
অদৃশ্য গেরিলা ঘাতক দেবে অতর্কিত হানা
হয়তো এই যুদ্ধ থেকে বেঁচে উঠব মানুষ
পশ্চাতে ফেলে যাবে অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন
পত্নতত্ত্বের শিক্ষক তখন লিখবেন নতুন পুস্তক
ছাত্রদের জাগাবে বিস্ময়-
একদিন মায়েরা সুরক্ষা পোশাক ছাড়াই
সন্তানদের জড়িয়ে ধরত
বক্ষের স্তন থেকে খাওয়াত দুগ্ধ
টেস্টটিউবের পরিবর্তে তাদের উদর ছিল
মানব উৎপাদনের কারখানা
শরীরের সঙ্গে শরীর ঘষেও পেত আনন্দ

এবং প্রত্যেকের ছিল আলাদা উপাসনালয়
নিজেদের মতো গড়েছিল সর্বশক্তিমানের রূপ
একের ঈশ্বর ছিল অন্যের বধ্য
যদিও পৃথিবীতে আগেও হয়েছে
অনেক যুদ্ধ মারি ও মড়ক
মৃত্তিকার নিচে ঢেকে আছে ব্যাবিলন ট্রয়
ইতিহাসে লেখা আছে অসংখ্য মহাপ্রলয়
যুদ্ধে ঘুমিয়ে পড়ার আগেও মানুষ
ধরতে চেয়েছিল প্রিয়জনের হাত
কিন্তু আজ এই হাত সেনিটাইজারে ধোয়া
নিশ্ছিদ্র কাঁচের ঘরে যত্নে রাখা পুতুল
হারিয়েছে সৎকারের অধিকার
নিজের মৃত্যু ছাড়া কি দেখতে চায় মানুষ
যদিও পরিত্যক্ত ঘর সরিয়ে ফেলার দায়
বিলম্বগতদের, তবু
মৃত্যুর জন্য পালিয়ে থাকার অপমান
আমাদের বঞ্চিত করেছে যুদ্ধের সম্মান।

সময়ের সাক্ষী

যুদ্ধ দেখেছি, দুর্ভিক্ষ দেখেছি
শেয়াল শকুনে লাশ টানাটানি- ব্রাশ-ফায়ার
সৈন্যদের পাড়ায় পাড়ায় দাপিয়ে বেড়ানো
কলেরায় গ্রাম উজাড় হতে দেখেছি
গুটি বসন্তের ভয়ে পালিয়ে গেছে মানুষ
এক দেশ আরেক দেশকে করেছে দখল
গণহত্যা গণকবর সে-সবও দেখেছি
সাতচল্লিশে দেশ বিভাজনের অসম্মান
সাম্প্রদায়িকতার বিষ্পবাষ্প দেখেছি
প্রতিদিন এখনো কত শরনার্থী দেখি
পশ্চিম সীমান্তে ভিড় করে থাকে তাড়া খাওয়া মানুষ
একদিন আমরাও ছিলাম শরনার্থী
আমাদের ঘরদোর ছিল না
কোটি কোটি মানুষের একই অবস্থা
এক জীবনেই আমরা কত কি দেখলাম
মার্কিন হুঙ্কার রুশ-ট্যাঙ্কার
দারফুর মিন্দানাও উইঘুর রোহিঙ্গা ফিলিস্তিন
ইরাক ও লিবিয়ার পতন
ভিয়েতনাম আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন
হিরোশিমা নাগাসাকি বেশি দিনের নয়
দেখলাম ধনী ও গরীবের বিশ্ব
শাদা ও কালোর বিশ্ব
ধর্মের জন্য যুদ্ধ, ধর্মহীনতার যুদ্ধ
এতকাল জানতাম মানুষই মানুষের নিয়ন্তা
নারী অধিকারের নামে নারী পণ্য
বাজার দখলের নামে সমকামী গন্য
রমরমা দাস ব্যবসা
চারিদিকে ক্ষমতা আর অর্থের দম্ভ
বুড়ো বিকৃতকামী মিথ্যাবাদির দখলে পৃথিবী

পৃথিবীর আজ অসুখ গভীর অসুখ
মানুষ- চালাকি করে বেঁচে থাকার নাম
অর্থ আছে বণ্টন নেই
ধর্ম আছে সততা নেই
গতি আছে প্রাণ নেই
ধর্মশালাগুলো কেবল পাথরের স্তূপ
প্রত্যেকের বাস বদ্ধমূল খণ্ডিত ঈশ্বর চেতনায়
তাই পৃথিবীতে নেমে এসেছে বৃহত্তর ঈশ্বর
হিন্দুর নয় মুসলমানের নয় খৃষ্টান বৌদ্ধের নয়
প্রতিটি মার-খাওয়া পিছুহটা তার সন্তানের
মানুষের লোভের কাছে পরাস্ত তার সন্তান
তার বিনাশ আজ খণ্ডের পুনরুদ্ধার নয়
গুটিকয় মানুষ নিয়ে ভাসমান কিস্তি নয়
কুষ্ঠ আর মৃগী রোগীদের প্রাণ জাগানো নয়
তিনি আজ খুলে দিয়েছেন সম্পর্কের গিটগুলো
প্রেম বাৎসল্য সামাজিক বন্ধন আসছে না কাজে
পাজির পা-ঝাড়া অথর্বগুলো তার প্রধান লক্ষ
যারা ক্ষমতা আকড়ে ধরে বাঁচতে চায়
মানুষ মারা যাদের ব্যবসায়
দেশে দেশে যুদ্ধ করে রফতানি
হে মানুষ তোমাকে আজ
বৈচিত্র্যময় ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে হবে
এমনকি তার অস্তিত্বহীনতার কাছে
অজানা যুক্তিহীন পারম্পার্যের কাছে
যেখানে তুমি শ্রেষ্ঠ নও নিকৃষ্ট নও, তুমিও তার অংশ
মানুষের জন্য উপাসনালয় খুলে দিতে হবে
যে সব প্রাণহত্যা করে তোমাদের বাঁচা
তাদের কাছে চাইতে হবে ক্ষমা
তোমার লেভের কাছে হারিয়েছে প্রাণবৈচিত্র্য
তুমিও তেমন আজ অসহায় একা
কোনো এক মা তার পুত্রের পাবে না কো দেখা।

অনুপ্রবেশকারী

আমি ছিলাম আমার মায়ের গর্ভে অনুপ্রবেশকারী
তার অজান্তে জরায়ুতে বেঁধেছিলাম বাসা
তার রক্ত ও দুগ্ধ খেয়ে আজ আমি আলাদা মানুষ
তবু সে বলেনি অনুপ্রবেশকারী
আমি অবশ্য এখানে জন্মাতে চাইনি
আমার মায়ের ইচ্ছেতে জন্মেছি এখানে
অবশ্য আমার মাও ছিল নানির পেটে অনুপ্রবেশকারী
কারণ তারও ছিল না এখানে জন্মাবার ইচ্ছা
বুঝেছি মানুষ আদতে অনুপ্রবেশকারী
রাজার সৈন্যরা যেভাবে অন্যের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে
দুই অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে যেভাবে হয় সন্ধি
ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আমরা যেমন গৃহবন্দি
মানুষের পেটে জন্মাবার আগে ডানা খুলে রাখতে হয়
তবু ডানার চিহ্ন থাকে মাথায়
তাই সে করতে পারে ফেলে আসা দেশে পরিভ্রমণ
যেখানে রাজারাও শিশুদের সাথে খেলা করে
রানিমারা কিঙ্করীদের সঙ্গে রাঁধে পায়েসান্ন
সেখানে নেই রাজ্য হারাবার ভয়
আজ তুমি রাজা তো কাল আমি
সেখানে দুই হাত পিঠের দিকে করতে হয় না এক
দু'পায়ের হয় না সন্ধি
কেউ নেয় না ঠোঁট বুজানোর দায়।

পরিবর্তন আসছে

আমরা জানতাম এই হ্যাভক পার হলে
অনেক কিছু বদলে যাবে তলে তলে
তুমি বদলাবে আমি বদলাব রোজ
রাজা বদলাবে প্রজা বদলাবে বোঝ
কমবে কার্বন নিঃসরণ
সামাজিক দূরত্ব থাকবে না বেশিক্ষণ
মানুষ আরো মানবিক হবে
পরিবর্তন হবে রাষ্ট্রের চরিত্রে তবে
সত্যিই আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে
এই মহামড়ক আমাদের পাল্টি দিয়েছে
পূর্বে অলঙ্ঘনীয় বালিশের দূরত্ব
অনিবার্য হয়েছে আজ ছয় ফুট পুরুত্ব
একটি নদীও এতটা এতটা দুর্গম নয়
জানতাম পৃথিবী পাল্টে যাবে নিশ্চয়
পাল্টাবে মানুষের স্বভাব
ভুলে যাবে অহেতুক ভাব
মানুষ একা থাকতে থাকতে ভুলে গেছে
মানুষের অভাব
লকডাউন উঠে গেছে- খুলেছে পাড়ার দোকান
কিউগুলো বেড়ে গেছে নিশ্চিত চলছে যান
শিশুরা ঘুম অসম্পূর্ণ রেখে কোচিংয়ে ছুটছে
মায়েরা নাজাই পাঠ আদায় করছে
ক্ষতি পুশিয়ে নিতে দোকানিরা গলদঘর্ম
পুঁজি রক্ষায় মালিদের নানা কর্ম
শ্রমিকের বেতন কর্তন
নেতাদের নর্তন কুর্দন
কোয়ারেন্টাইন ভাবছে গ্যারাকল
খাদ্য নেই লকডাউন নিস্ফল
প্রমাণিত- গরীবরাই অশান্তির মূল
অহেতুক ধনীদের গায়ের হুল

সিগারেটের জন্য কিউ বেড়েছে
মদের জন্য কিউ দীর্ঘতর হচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গে কোলকাতায়
দোলা লাগছে বরিশাল ঢাকায়
মাছ ও শব্জির দোকানের প্রবেশ পথে
সবাই সেনিটাইজার ঘঁষছে হাতে
কেউ কাউকে স্পর্শ ছাড়াই
পাল্লা দিচ্ছে শপিংয়ে কে কারে হারায়
জড়িয়ে ধরার জন্য কোথাও কেউ নাই
আগে যা ছিল এখনো তাই
কেবল হাপুশ-হুপুশ কেনাকাটা
যত্রতত্র চলছে সিটি কর্পোরেশনের ঝাটা
পিতাকে নিয়ে পুত্র একাই দাঁড়িয়ে আছে
হাসপাতালের বারান্দায় কেউ দেখে ফেলে পাছে
লাশ পড়ে থাকছে রাস্তায় স্পর্শবিহীন
হাসপাতালে রোগীরা আজ অচ্ছুৎ হীন
ট্রলি নিয়ে আসছে না ডাক্তার সিস্টার
মুমূর্ষের প্রতি পাল্টেছে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তর
পাড়ায় পাড়ায় রোগী প্রতিরোধ কমিটি
ত্রাণ তহবিলের বদলে হাতে লাঠি
বেড়ে গেছে স্মার্ট সাংবাদিকতা
বড় কবি ছোট কবির সামাজিক বিরোধিতা
ফেসবুক লাইভে সবাই তারকা হয়েছে
এক মহামারিতে এতটা পাল্টে গেছে
কে আর ভেবেছিল আগে
কে কারে পায় বাগে!

নির্জন প্রার্থনা

আমি আর প্রার্থনা করব না- শব্দে ও উচ্চারণে
এতদিন বলেছিলাম সর্বজনীন সঙ্গীতের কথা
বলেছি তুমি আছ কিছুটা রঙ ও তুলির অঙ্কনে
অযথা ভুলিয়ে রেখেছ কান ও চোখের নির্ভরতা

হয়তো সঙ্গীত আমাদের বলেছিল অতীত মর্মর
হয়তো দিয়েছিলে পত্র-পথের ইতস্তত ইঙ্গিত
লম্বমান পথের বদলে দিয়েছ দিন ও রাত্রির ঘোর
আহ্নিক চক্রের সাথে রেখেছ বেঁধে গ্রীষ্ম ও শীত

আমার চারপাশে দেখছি যাদের- পুত্র কন্যারা
পিতারাও একদিন ছিল মায়ের নির্জন সংসারে
আমারই মতো শূন্যতায় করেছে ভিড় অন্যরা
তুমিও অপেক্ষায় আছে শব্দ ও বস্তুর ওপারে

অদৃশ্য ধুলায় আজ পেতেছি প্রার্থনার সংসার
ধ্বনিময় বস্তু আড়াল রাখেতে পারবে না আর।

তোমার লাসভেগাস

আমার যাত্রার পথ যেহেতু অনির্ণিত তোমার ইচ্ছার অধীন
যেহেতু জল ও সমুদ্রও তোমার- আবার নৌকার দড়াদড়িও
পালে বাতাস লাগাবে আস্তে বা জোরে- সেখানেও স্বাধীন
কেনই বা বলতে যাব কেঁদেকেটে দুঃসময়ে আমারে নিও।

এমনই তো কথা ছিল, তাহলে কেন বুকডন সন্ধ্যা-সকালে
তোমাকেই বলতে হবে প্রিয়তম এখন মিলিত হওয়ার কাল
জোয়ারের সময় তুমি বলতে পার বাতাস পাবে কিনা পালে
নিশ্চয় বলবে না তুমি বুঝিবার দোষে আমার হয়েছে এ হাল

আমিও ডাঙায় উঠি তোমার জাহাজখানি যখন থাকে বন্দরে
তুমি ছুটি দিলে দেখে আসি এ শহরে তোমার লাসভেগাস
আবার আসবে জোয়ার এমন নয় থেকে যাব বাযুর কন্দরে
তোমার ইচ্ছাতে নানা রূপে অজস্র বন্দরে করেছি বসবাস

অবশ্য যেখানেই গেছি রূপান্তরের কষ্ট শরীরে পেয়েছি টের
তবু তোমাকেই চেয়েছি মাতৃরূপে পুত্র ও কন্যা রূপে ফের।

নিশিমতার পক্ষে

একটি আলো এসে সব মিশমাশ করে দিল
ঝলসে দিল আমাদের নিজস্ব দিন
আমরা ছিলাম পাখির ডিমের উষ্ণতম অংশে
মা না থাকলে নিজেদেরই ভাঙতে হয় খোলস
তাই ডিম্বক থেকে বানিয়েছিলাম মায়ের পুষ্প
যেহেতু আলোতে আমরা দেখতে পাই না
আলো দিয়েছে আমাদের বিভ্রম
অনাগত শিশুদের সঙ্গে তাই খেলতে পারি না
সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে সামান্য অন্ধকার
রয়েছে বিকিরণ থেকে বাঁচার আকুতি
খনির গহ্বরে যে সব নিশিমতা-
তাও আজ বিধ্বস্ত উত্তোলনের মুখে
সুর্য এভাবে শাসাতে থাকলে দিন গণনা ছাড়া
আমরা কেউ পারব না বাঁচতে।

অপেক্ষা

আমি চলে গেলে তুমিও চলে যাবে আমার সাথে
এখানে অনেক লোকের মাঝে থাকো
তাই আমাদের সম্পর্ক টিকে আছে সংঘাতে
দৃশ্যের মধ্যে সর্বদা লোকনিন্দার ভয়
অন্যেরা দেখে ফেলে পাছে সেই লজ্জায়
বলি না তুমি কাছে না থাকলে আমার কি হয়
মনে মনে কত গান বাঁধি তোমায় শোনাব বলে
তোমার হয় না সময়
তুমি আস সুর নিয়ে আমি অবসন্ন ক্লান্ত হলে
বুঝি না এতটা যত্ন করেছিলে কোন প্রয়োজনে
আমরা তো আগেও ছিলাম নীরবে নিভৃতে
মিলন ততটা শারীরিক নয় যতটা মনে
এই পৃথিবী নয় প্রেমিকের উপযুক্ত স্থান
ছলনার ঘাটতি হলে যারে তুমি ভালোবাসো
সেও তোমারে দেবে অসহ্য অপমান
আমি আর করব না অহেতুক অভিযোগ
যেহেতু আর কয়টা দিনের পরে
ঘটবে আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ
যত অসহ্য হোক সব সাময়িক দুর্ভোগ।

মৃত্তিকার অসুখ

এই একটি বার
কেবল এই একটি বার
তুমি কি তুলবে না মাথা
সজল তৃণা- লাগবে না গায়ে
বাতাসের হিন্দোল
কতই তো ভুল হয়ে যায়
ভুল হয়ে যেতে পারে
কোথাও নেই তার ক্ষমা
ছিলা থেকে তীর গলে গেলে
কোনদিন ফিরবে না আর
বিহঙ্গ কিংবা বৃক্ষ
যেই হও তুমি
এই একটি বার
এই একটি মুহূর্ত তোমার
কেউ ফেরেনি আবার
অনেক নিয়েছ দুঃখ
অনেক বেদনার ভার
এই সব নয় দেখবার
তুমি আর আমি কেউ নই
একরৈখিক পথের যাত্রী
নিশ্চিত হয়েছিল দেখা
যার সাথে
নিজের শরীর দিয়ে
সয়েছিল ব্যথা
দেখেছিল ছায়া তার
ভেবেছিল বাঁচবে আবার
অথচ সেই ছিল মা
জীবনের প্রথম খাবার
ভুলে যাও ভুলে যাও
এই সংশয়

ছিল কি যে হরাবার ভয়
দুঃখ কিংবা সুখ
সব মৃত্তিকার অসুখ
এইখানে রেখে যেতে হবে
জীবনের কাছে নয়
ক্ষমতার কাছে যারা
হয়েছিল নত
বন্দি পাখির মতো
কেঁদেছিল
ডানার স্বপ্ন রহিত
যে সব বায়ু জল অগ্নি
তারা নিয়েছিল ঋণ
সব রেখে যেতে হবে
শুধিবার দিন।

পর্বতে ঘরদোর

তারা তো অনেক আগেই গেছে চলে
দরোজা এখনো রয়েছে বন্ধ খিল
এরচে বেশি যায় নি কিছু বলে

প্রাচীরগুলো ভেঙেছে ধুসর তাই
বাতাস ঢুকছে ইতস্তত বেশ
তারা চলে গেছে অবশিষ্ট নাই

নেই এখানে মানুষের আনাগোনা
কে আর করবে কুশল বিনিময়
কদাচিৎ যায় তাদের কণ্ঠ শোনা

তাহলে এখানে কিসের অপেক্ষায়
চতুর্দিকে ডুবন্ত পাটাতন
তারা গেছে চলে অবশিষ্ট নাই

আমাদের এই তুচ্ছ মজার খেলা
তাদের জন্য সময়ের অপচয়
এরচে আর কি-ই বা আছে বলা

সব কিছু শেষ ধ্বংসের স্তূপ
পর্বতে নেই অন্য কোনো ঘর
সব চলে গেছে নীরবে নিশ্চুপ
এসেছে নেমে অনন্ত কালের চুপ।

অধিকৃত দেশ

আমরা আর ঘুমাতে পারব কিনা
সে-সব নিয়েও ছিল সন্দেহ
অনেক কাল ঘুমিয়েছি
কিভাবে ঘুমাবে এই মন দেহ
অনেক আগেই ফুরিয়েছে কর্ম
যুদ্ধ হয়েছে শেষ
অহেতুক শরীর ঢেকেছে বর্ম
অশ্ব দিয়েছি ছেড়ে
কি আর করব শিরস্ত্রাণ তরবারি
যতটা সম্ভব দ্রুত
ফিরতে হবে বাড়ি
যারা দিন শেষে এখানে
থাকে মিলনের প্রতিক্ষায়
তাদের বলেছি হবে অন্য গ্রহে
আমার জন্য থেকো না শয্যায়
যেহেতু অনেকটা পথ
হাতে নেই খুব বেশি সময়
বন্ধুরা গেছে যুদ্ধের প্রথম পর্বে
মনে কিছুটা একাকীত্বের ভয়
অবশ্য ঘুমের মধ্যে ছিল
জাগ্রত পথের নির্দেশ
যুদ্ধ হয়েছে শেষ
আর নয় অধিকৃত দেশ।

আম্পানের রাতে

এ রাতে না ঘুমানোই ভালো
যেহেতু ভয়ঙ্কর মরণ তাড়া করে ফিরছে
ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মানুষ ঘুমাতে পারছে না
যেহেতু আমরা একদিন মরেই যাব
সেহেতু তার মুখোমুখি দাঁড়ানোই ভালো
ভয়ঙ্কর আম্পানকে বলতে চাই
তুমি সামুদ্রিক লাল চক্ষু দৈত্য হলেও
বেশিক্ষণ নয় তোমার আয়ু
আমরা তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি
তুমি মরণ যন্ত্রণায় উপকূলে করছ তাণ্ডব
গরীবের প্রতি তোমার আক্রোশ
দুর্বলের আবাস নেবে উড়িয়ে
উৎপাটন করবে তরুণ বৃক্ষের মূল
তারপর তুমি ঠিক মরে যাবে
কিন্তু আমরা মরব না
সকাল হলে ঘরগুলো করব মেরামত
নৌকাগুলো ভাসাবো সমুদ্রে
জলেই যেহেতু বেঁধেছি ঘর
তোমায় কি করে বলি ভয়ঙ্কর!

চাঁদ

যখন চাঁদ উঠত তখন আমরা
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম
তখন চাঁদও ছোট
আমরাও ছোট
সেও আলো-আধাঁরিতে খেত দোল
আমরাও বুবুদের কোলে
আমরা যেখানে যেতাম
চাঁদও সেখানে যেত
আজ জেনেছি চাঁদ ওঠেও না ডোবেও না
আমরাই এক চিলতে চাঁদের মতো
নানা কলায় পূর্ণ হয়ে ক্ষয়ে যায়
দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ভয় থেকে বাঁচায়
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় ভয়ঙ্কর ঝড়
অনেক দিন বন্দি রেখেছে গণ মৃত্যুর ভয়
যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সড়ক দুর্ঘটনা
অজানা কত কত রোগ
কুকুরের মতো মরণ লেলিয়ে রেখেছে
একদিন যদিও ধরে ফেলবে আমাদের
প্রতিটি সফল দিন হারিয়ে যাবে
পরিত্যক্ত দিনের গহ্বরে
তবু প্রতিটি ভোর আলাদ
প্রতিদিনের সূর্য আলাদা
এক চাঁদ ফুরিয়ে গেলে
আরেক চাঁদের উদয় হবে তার গর্ভে
তাই এক ঈদ আরেক ঈদের মতো নয়
পুরনো খোলস ফেলে দিতে যদিও ভয়
তবু চাঁদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অক্ষয়।

তুমি

তুমি এঁকে দিচ্ছ পাখি এঁকে দিচ্ছ ফুল
নদী ও পাহাড় আগেই এঁকেছ
কতদিন থেকে পাখিরা বলছে
এবার বলতে হবে তোমাকেই
এই সব পালকের মানে
কেনই বা উড়ে যাচ্ছি
কেনই বা শাখায় বাঁধতে হবে বাসা
মেঘগুলো বিভাজিত হয়ে গেলে
কোনোদিন সূর্য উঠল না
তোমাকেই বলতে হবে
তোমাকেই বলতে হবে
সাগর ও চাঁদের এতটা মাখামাখি
কখন বানাবে পথ
বনের মধ্য দিয়ে অনন্ত যাওয়া
গরুগুলো মাঠে নিয়ে যাবে
একদিন এই সব শস্যক্ষেত
মরুভূমি সমুদ্র হয়ে যাবে
আবার শীত আসবে
জ্বলন্ত লাভায় জমবে বরফ
মানুষের গমন নির্গমন পথে
থাকতে হবে তোমাকেই
করতে হবে ধ্বনি নির্মাণ
দিতে হবে অর্থ দান
এই সব ছবির কোন মানে নেই
এই সব নিরর্থ চিত্রকলা
তুমি ছাড়া
তুমি ছাড়া
এই সব সময়ের ভ্রান্ত ছলাকলা।

নিরন্তর খেলা

অনন্ত জাগ্রত সমুদ্রের এ বুদ্বুদ খেলা
তুমি খেলছ আমি খেলছি- এই শেষ বেলা
খেলায় রয়েছে হারজিত- নয় মানবিক
কেড়ে নেয়া ফেলে দেয়া সব খেলায় সঠিক
নিয়ম বহিরাঙ্গে- প্রকৃত শক্তি ও কৌশল
প্রতিপক্ষের ভ্রান্তিতে সৃষ্ট জগতের গোল
সুবিন্যাস্ত প্রকৃতির দেখ রূপের বাহার
একটি ফলের ভাঁজে কোটি ফুলের সংহার
প্রত্যেকের যাঞ্চা হৃষ্টপুষ্ট স্বর্ণবৎস্য সাধ
অরণ্যে সমুদ্রে বিচলিত প্রাণের অবাধ
সঞ্চার ঘটছে নৃত্য এই পট-পরিবর্তন
তোমার আহ্বান আছে তার সাথে প্রতিক্ষণ
বায়ুর তাড়া খেয়ে সৈকতের পানির সন্তান
মুহূর্তে হারিয়ে যায় পাছে অনিশেষ প্রাণ
তবু এখানে হয়নি কোনো গতির অভাব
গৃষ্ট হয়েছে শুধু বিভ্রান্ত বেদনার ভাব
সূর্যের উদয়াস্ত প্রত্যহ পর্বতের গায়
এসব দৃষ্টির ভ্রম- তবু মানে না সবাই
একটি অদৃশ্য ঢেউ এসে অজানা উদ্দেশে
উজাড় কওে নেয় নিজস্ব সাম্পানে ভেসে
তুমি শুধু যাত্রী তার- নও অভিজ্ঞ নাবিক
চলছ অশান্ত জানো নাই গন্তব্যের ঠিক
মোহের পশ্চাতে ঘুরে সময়ের অপচয়
জেনেছিলে একদিন যারে সে তোমার নয়
জীবন সমুদ্রের উর্মিতে অনন্ত খেলায়
কিভাবে রাখবে ধরে যারা তোমায় হারায়
মৃত্যু পারবে না ঢেকে দিতে ব্যর্থতার গান
যেহেতু খেলায় কোনোদিন নেই অবসান।

পৃথিবীর সন্তান

পিতাও আমাদের করেছেন শাসন
দিয়েছেন থাপ্পর
বেশিটা আবদার করায় মা দিয়েছেন
কোল থেকে নামিয়ে
বাবা মা মূলত মানুষের শিক্ষক
যে সব সূত্রের দ্বারা নিরাপদ পৃথিবীর জীবন
যে ভাষা সংস্কৃতি তারাও পেয়েছিল
তাদের বাবা মা'র কাছে
তারাও দিয়ে যেতে চান তাদের সন্তানের হাতে
সন্তানের মাঝে বণ্টন ব্যবস্থাও তার একটি শিক্ষা
সন্তান অথর্ব পঙ্গু হলেও পিতৃসম্পদ সমান প্রাপ্য
প্রকৃতিও আমাদের মা
বৃহত্তর পিতার প্রমূর্তি
সেই তো রেখেছে ধরে সকল পিতার প্রতিচ্ছবি
তার নদী ও সমুদ্রগুলোয় লেখা আছে
সকল কালের ইতিহাস
তার বনভূমি দিয়েছে অম্লজানের বাতাস
তার পশু ও পক্ষীকূল
আমাদের দিয়েছে আনন্দ ও জীবন
আমরা আমাদের শিশুদের শিক্ষা দিয়ে
একদিন প্রকৃতির কোলে হয়ে যাব লীন
এই বৃহত্তর শিক্ষা থেকে আমরা আজ বিমুখ
কেউ বেশি চাই কেউ খুঁজি অহেতুক সুখ
তাই ত্যক্ত বিরক্ত তিনি আদি মাতা
আদরের সন্তানেরে থাপরাচ্ছে যথতথা
অবাধ্য সন্তানেরে আটকে রেখেছেন ঘরে
ঝড়ঝঞ্ঝা তাণ্ডব দেখাচ্ছে সম্বস্বরে
মানুষ বুঝতে পারছে তার শক্তিমত্তা
প্রকৃতির প্রতিশোধের কাছে অসহায় সত্তা
শোন অহংকারী মানুষ অবাধ্য মানুষ

বেশি চাওয়া মানুষ
জানি জল ও বায়ুযান বানালেও তোমদের
হবে না কোনোদিন হুশ
তবু এসেছে আত্ম-উপলব্ধির সময়
অহেতুক করো না সভ্যতার বড়াই
সব কিছু পৃথিবীর তোমার কিছু নাই
সব ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে
যেভাবে এসেছিলে সেভাবে তবে
মাতৃগর্ভ থেকে কেউ নামিয়েছিল ধরে
কেউ ধরাধরি করে নামাবে কবরে।

মৃতদের সাথে থেকো না

তুমি তো মৃতদের দেহে থাক না
জীবন সৃষ্টির কালে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে
তাই তোমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল
অগঠিত শরীর নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ
ঘুরে বেড়াচ্ছ আমাদের চতুর্দিকে
অযুত নিযুত অক্ষৌহিনী অগঠিত আত্মা
তোমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া সহোদর
তাই আমাদের খুঁজে ফিরছ অলক্ষ্যে
তোমরা আছ সবখানে বনে অরণ্যে
সরীসৃপ বিহঙ্গে ব্যাঘ্র খেচরে
কারণ তোমরা উদ্ভিদ নও
তোমাদের দরকার জীবন্ত প্রাণজ প্রোটিন
আজ তুমি ফিরে পেয়েছ হারানো ভাই বোন
তাই বিশ্বব্যাপী মেতেছ উৎসবে
মানুষ তোমায় দেখে পাচ্ছে ভয়
নিজেই নিশ্চিত করেছে নিজের কারাবাস
তবু তুমি যাদের পাচ্ছ বাগে
তাদের করছ কোলাকুলি
তোমার প্রচণ্ড চাপে
অনেকের ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রাণবায়ু
সেখানে আর বেশিক্ষণ নয় তোমারও আয়ু
কারণ তুমি মৃতদের দেহে থাক না
কিন্তু গৃহবন্দি যারা মৃত
মৃতদেহ দেখে তারা পাচ্ছে ভয়
লাশ দাফনে করছে প্রতিরোধ
যুদ্ধে যাওয়া তরুণেরা
এই হলো আজ সামাজিক দায়
ভাবছে তুমি এখনো সেখানে করছ বাস
না জানি তুমি তাদের করবে সর্বনাশ
তুমি আর কি মারবে তাদের

তারা তো আগেই মরে গেছে
প্রাণ জন্মের কিছুদিন পরে
যদিও দৃশ্যত চলিষ্ণু, তবু মৃত
যেখানেই থাক বাইরে বা ঘরে।

মা হাওয়া

আমরা যারা আজীবন মা-হাওয়াকে অভিশাপ দিয়েছি
তারা তারই সন্তান, পুত্রের জন্য ধরেছেন নগ্নতার পাপ
কেনই বা তিনি নিতে গেলেন- হাতের মুঠোতে সাপ
কেনই বা তিনি বুকে নিলেন এমন বিষাক্ত ছোবল।

এই তো প্রভুর শর্ত ছিল- ভালো, এক-ঘেয়েমি বাগান
মা-হাওয়া শেখালেন অংশভাগ প্রথম- একটি আপেল
বণ্টন করে দিলেন সাথীকে- বললেন খায়ে দেখ গন্ধম
কিন্তু অক্ষম সন্তান আজ মায়ের ভাগে দিতে চায় কম।

হাওয়া মাকে কিছুটা রাস্তা দাও- মায়ের পাপেই তো
এই পৃথিবী, ঈশ্বর যদিও অনিচ্ছায় দিয়েছেন ছেড়ে
তবু তার অবাধ্যতা পাপ- পারেননি ভুলতে কখনো
স্বর্গে হলো না থাকা তাই নিষ্কাম পুরুষ আসে তেড়ে।

পুনরায় এই গ্রহে কিছুটা পাপের হয়েছে প্রয়োজন
প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ এখানে অহেতুক জারি সারাক্ষণ।

কিছু কষ্টের স্মৃতি

আমি প্রায়ই ভুলে গেছি আমার কষ্টের সেই দিনগুলির কথা
তার ইচ্ছেই আসিনি বলে- তপ্ত শিকের মধ্য দিয়ে
তিনি আমাদের ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন গলিত লাভা
তার আগেও তো অনেক দিন আমরা সাগরে ভেসেছি
একটি বুভুক্ষু মাছের পেটেও থাকতে হয়েছে কিছুদিন
মাটি উল্টানো গল্পও শুনেছি
সমুদ্র থেকে শূন্যে স্রোতস্বিনী থেকে পর্বতে জলপ্রপাতে
বলেছে- আমি ছিলাম নিছক ঠুনকো মাটি
গলনের জন্য আমার উপর হয়েছে অবিরাম বৃষ্টিপাত
আমি কি এতটাই পাতক ছিলাম- এতটাই অবিশ্বাস
আসলে তুমিও তো তুচ্ছ অসহায় জেদি-
এসব রোগ তোমারও রয়েছে
এমন দিন আসবে না কখনো পুরোটা করতে পারবে দখল
ক্রোধে জলপ্রপাতে ভাসিয়ে দেয়ার আগে কে কুড়িয়ে পেয়েছে
আমি এখন ক্লান্ত হতে হতে
সেই হামান দিস্তার কথা ভাবি, ঘুর্ণন যন্ত্রের কথা ভাবি
একটি গমের অবশিষ্টাংশ তুমি কুড়িয়ে নিয়েছ
গরম জলে গলার্ধকরণ করে জ্বলন্ত তরলে ভাসিয়ে দিয়েছ
সেই আমিই তো তোমার বারংবার হয়েছি প্রতারণার শিকার
কেবল রয়েছে এইসব ক্রোধ ও বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষার গল্প
আমি আজ চলে যাব, দুএকটা দিন ঘুমাব- পরিবর্তন ছাড়াই
কতটা হিংসা তুমি ধরেছ প্রাণে, বন্ধু
আমি আর ঢুকব না জ্বলন্ত লাভায়, সুড়ঙ্গ খেলায়
একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে পরিভ্রমণ নয় এতটা সহজ
পাখিকে পাখি হয়ে থাকতে দাও, নদীকে নদী
এই সব বন্ধ করো, বন্ধ করো- অভিশাপ দেব
জীবন পুনরায় ফিরে পাই যদি।

তুমি আছ

কেন তুমি দিয়েছিলে তোমায় অবিশ্বাসের ক্ষমতা, সংশয়
তুমি আছ- আজ আর ভাবি না;
তুমি নাই ভাবলেই ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে ফেলে
আদিগন্ত উৎসহীন জলের ভেতর ভাসে পলকা নৌকা
যে সব দুষ্ট আত্মা আমায় ফেলে রেখে গেছে এখানে
তারাই করেছে তোমার নিরস্তিত্বের প্রচার
তুমি আছ তার প্রমাণ কোথাও রাখ নাই; কিন্তু তুমি নাই
তার প্রমাণই বা এমন কি প্রকট করেছ
যদিও আমাদের দ্বিখণ্ডিত কোষের জীবন
তবু তার রয়েছে একত্র হবার বাসনা
অনেকেই জানতে চায়, কি তার নাম, রূপের স্বাতন্ত্র্য
জন্মের আগে কেউ কি জেনেছিল তার পিতৃপরিচয়
নাকি রূপ দেখে নির্ধারণ করেছিল মায়ের প্রকোষ্ঠ
তোমাকেও আবিষ্কার করেছিলাম চোখের ভেতর
আমিও কি তার প্রমাণ রেখেছি-
কেবল কষ্টের পরিমাপ দিয়ে বুঝতে শিখেছি
তোমার সাথে মিলনের পরেও যখন কান্না থামে না
তখন ভাবি তুমি আছ- অনন্ত স্পর্শের অপেক্ষায়
যে ভাবে একটি পরিপক্ক ফল নেমে আসে মৃত্তিকায়।

ঘোড়সওয়ার

তুমি কেবল দেখেছ আমার অহংকারের ঘোড়া
দেখনি একাকী যাত্রা
দেখেছ দুলকি চালের কেশর দোলানো
অথচ গতির সাথে তোমায় ছেড়েছি প্রতিক্ষণ
তুমি ছোট হতে হতে বিন্দুর সাথে মিলিয়ে গেছ
ক্ষুরের ধূলিগুলো অশ্রুর সাথে মিশে জমেছে মেঘ
অশ্বে সোয়ার মানে অনন্ত একা
ভাষাহীন প্রাণের সঙ্গে নিজের জীবন মানিয়ে চলা
গতির সাথে গতি- ওঠানামা করা
যদিও একদিন এই অশ্বারোহন ছিল খেলা
শখের বশে পরেছিলাম ঘোড়সওয়ারের পোশাক
অহেতুক জ্বিন কামড়ে ধরে এগিয়েছি দুএক কদম
পঙ্খীরাজে চড়ে কোনো এক রাজপুত্তর
দৈত্যের অধিকার থেকে তোমায় করেছিল উদ্ধার
অথচ তোমার ভাবনায় ছিল কেবল সহিস
তাই ঘোটকের জীবন দেখনি
তারও রয়েছে নিজস্ব আলয়
সেও তো অরণ্য জ্যোৎস্নায় উৎসারিত
সমুদ্র ফেনায় এসেছিল ভেসে
পৃষ্ঠে আরোহনের চিহ্নে রয়েছে জাতিস্মর
এই সব উর্ধ্বাশ্বাস ছুটে চলা
ক্ষুরের নালে পর্বতের ঘর্ষণ তোলা
যাত্রা পথে কিছু দুঃখ পুতে রাখা
তারপর হারিয়ে যাওয়া নিঃসীম অন্ধকারে
এই তো ঘোড়সওয়ারের জীবন।

নদীর কান্না

আজ কোনো কবির জন্মদিনে লাইক দিইনি
প্রিয় নারীর ছবিগুলো উপেক্ষিত থেকেছে
এমনকি আজ ছবির কবিরাও ছবির বদলে
প্রথম কবিতা দিয়েছে
তাদের রমণীয় মুখগুলো কান্নায় ঢেকেছে
নিজের লাশের পাশে মানুষ কতটা অবনত থাকে
একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর কতকাল কবিতা লিখব
কবিতা লিখতে গেলে ভাবি- এ তো আগেও লিখেছি
তবু শিশুটি কিভাবে জেনেছে-
নদীর পানিই তো নদীর রক্ত
নদীর শরীর থেকে পানি চলে গেলে
মায়ের মৃত্যু হয়
মায়ের মৃত্যু হলে সন্তান বাঁচে না
শিশুটিও বাঁচেনি
আর আমরা যারা বেঁচে আছি
তাদের শরীরে রক্ত নেই
আমাদের মা আগেই মরেছে
তাই শুনতে পাইনি পদ্মাপাড়ের মায়ের কান্না!

গন্তব্যে

তুমিই যখন গন্তব্যে দাঁড়িয়ে আছ
তখন আর অহেতুক আমার আড়মোড় ভাঙা
কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছ দাও
ভেবো না আমি কুকুরের সঙ্গে দৌড়াতে থাকব
ঘোড়া কিংবা গর্দভ যেই হও
এইটি ইঁদুরের পিঠে চড়েই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ
তাহলে এই চতুরতার কি মানে হয় বলো
তুমি রাস্তার ধারে প্যান্ট খুলে পেচ্চাপ করো
আর সিটি মারো- আর বলো দৌড়াও দৌড়াও
আমি কি তোমার বাপের শ্যালক
আমার ইচ্ছে হলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব
দু'কদম বাড়ালেও তো গন্তব্যে তুমিই
তোমাকে ছোঁয়ার জন্য সতীপনার ভান
অহেতুক উত্তেজনায় টানটান
তুমিই যখন আমার অপেক্ষায়
তখন অন্যত্র শোনাও তোমার গান
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যে ল্যাংটো মরণ
তুমি নও তার সমান।

পুনরপি জীবন

আমি প্রায় ভুলে থাকি কষ্টের সেই দিনগুলির কথা
তার ইচ্ছেতে আসিনি বলে- তপ্ত শিকের মধ্য দিয়ে
তিনি আমাদের ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন গলিত লাভা
তার আগেও অনেক দিন আমরা সাগরে ভেসেছি
একটি বুভুক্ষু মাছের পেটেও থাকতে হয়েছে
মাটি উল্টানো গল্পও আমরা জানি
সমুদ্র থেকে শূন্যে স্রোতস্বিনী থেকে পর্বতে জলপ্রপাতে
তার কাছেই শুনেছি- আমি ছিলাম নিছক ঠুনকো মাটি
গলনের জন্য আমার ওপর হয়েছে অবিরাম বৃষ্টিপাত
আমি কি এতটাই পাতক ছিলাম- এতটাই অবিশ্বাস
আসলে তুমিও তো তুচ্ছ অসহায় জেদি-
এসব রোগ তোমারও রয়েছে
এমন দিন আসবে যখন পুরোটা দখল
ক্রোধের জলপ্রপাতে পেয়েছ অনিশেষ কাল
এখন আমি ক্লান্ত হতে হতে
সেই হামান দিস্তার কথা ভাবি, ঘুর্ণন যন্ত্রের কথা ভাবি
একটি গমের অবশিষ্টাংশ তুমি কুড়িয়ে নিয়েছ
গরম জল গলার্ধকরণ করে জ্বলন্ত তরলে মিশিয়ে দিয়েছ
সেই আমিই হয়েছি তোমার বারংবার প্রতারণার শিকার
এই সব ক্রোধ বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কেন হতে হবে বলি
আমি আজ চলে যাব, দুএকটা দিন ঘুমাব- পরিবর্তন ছাড়াই
কতটা হিংসা তুমি ধরেছ প্রাণে-
আমি আর ঢুকব না জ্বলন্ত লাভায়, সুড়ঙ্গে
একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে পরিভ্রমণ নয় এতটা সোজা
পাখিকে পাখি হয়ে থাকতে দাও, নদীকে নদী
এই সব বন্ধ করো, অনুভূতিহীন খেলা- অবশ্যই বলব
জীবন পুনরায় ফিরে পাই যদি।

পথের বাঁকে

কতটা পথ হাঁটলাম- যতটা ব্যথা তুমি একাই বিছিয়েছ
সবকটা রাস্তার মোড়ে তোমার পুত্তলিকা বেদনায় গড়ায়
এমন শ্মশানের ভেতর দিয়েই যদি নিয়ে যাবে আমায়
তবে চন্দন-ঘৃত্যের কি মানে; একটা শাদা শাড়ি দিয়েছ
প্রভুর বাগান ঢেকে দিতে।

আমার ছাই-জড়ানো রাত- পায়ের নিচে পুষ্পের ক্রন্দন
একটি-দুটি শেয়াল রাত জেগে থাকে গভীর অপেক্ষায়
কে-ই বা এতটা করবে বল- বিশ্বময় নিঃসঙ্গ জোছনায়
আপত অনেক মানুষ বস্তুনিচয়- তবু প্রতিটি পথ নতুন
অসীম অন্ধকারে অনন্ত শীতে।

তুমি এখানে কিভাবে পতিত হয়েছিলে- একা অমরায়
তোমার ব্যথা ও বিচ্ছেদের অনুভূতি অমর স্বার্থকতা
একদিন হারিয়ে যাব- সব পথ মতের তীর্যক দ্বৈততা
কেবল আমি চিনতে পারব ঠিক- প্রতিটি পথের বাঁকে
যেখানে তোমার দুঃখগুলো থাকে।

এই পথ একটি শপথ আমাদের অহেতুক অস্থিরতা
যেখানেই যাই তুমি ছাড়া নাই দ্রৌপদি কিংবা সীতা
একটি কাজলঘন রাত্রি ও দিনে তোমার অন্বেষণে
আমাদের এই হাঁটা-পথটুকু হয়তো তোমার মনে
প্রবাহিত বেদনার বাঁকে।

বিবর্ণ ঘুম

তুমি তো আগেই ভেসে যেতে পারতে বাতাসের ভেলায়
তোমার চারপাশে পানির কণা জমা হওয়ার আগে
আলোর প্রতিসরণ থেকে তুলে নিতে রামধনুর রঙ
শিশুরা দৌড়ে দেখিয়ে দিত ওই যায় আমাদের ইয়ে
সন্ধ্যার হওয়ায় যদিও তারও বিলুপ্তি আছে
কিন্তু কিছুটা অন্ধকারে আমরা জেগে থাকি
মায়ের সন্তানেরা সব তো এখন আর নেই সাথে
তারা কেউ আমবাগানে বজ্রের সাথে চলে গেছে
কেউ ঘুমের মধ্যে দাস্ত আর দুদিনের জ্বরে
এমনকি আমাদের জন্মের আগেও তারা ছিল
মায়ের স্মৃতির সাথে তারাও হয়েছে আজ গত
আমরা যদিও একদিন বাতাসের ভেলায় ভেসে যাব
মৃত্তিকার রন্ধ্র থেকে রন্ধ্রে হয়ে যাবে রাত্রির বাস
যদিও এই সব বিলাসিতার খেলা প্রবোধ মুর্খতা
কোথাও ছিলাম কিনা সেই হেতু হারাবার ব্যথা
অবোধ সান্ত্বনাটুকু অস্তিত্বের ভয় থেকে খেলা
এটাই সত্য এখন নেই একদিন লেগেছিল মেলা
তবু অপেক্ষার পালা আমাদের বিষণ্ন ক্লান্ত করে
যখন বন্ধুরা হুটহাট বিমানের টিকিট নিয়ে আসে
তখন বন্দরে একাকী দীর্ঘ হয় অপেক্ষার পালা
প্রতিটি ভ্রমণে থাকে গ্রহণের অধিক হারাবার জ্বালা
এই যাত্রা আমাদের জন্য নিরাপদ ছিল না মোটেও
তবু অনেকদিন হয়ে গেল কেটেছে অনেক মৌসুম
সবুজ শস্যের পরে মাঠ জুড়ে দেখেছি বিবর্ণ ঘুম
জানি না ঘুমের মধ্যে হয় কিনা অনন্তের যোগ
পানি আর বাতাসের সাথে হয়তো হয় সংযোগ।

ফুল

অনেকেই ফুল নিয়ে আসে
এক গুচ্ছ ফুল
গোলাপগুলো বেশ লাল
শুনেছি সুবাসের অভাব
ঘ্রাণেন্দ্রিয় করে না কাজ
গোলাপ আগেও ছিল
নানা জাতের
বিখ্যাত বশরার
পারস্যের
মোগল দরবারের
কবিরা করতেন কদর
অনেক রকম ফুল দিয়ে
করেতে হয় স্তবক রচনা
ফুলের কত রকম কারুকাজ
আমাদের কালে ছিল এর প্রচল
কবরগুলো অরক্ষিত ছিল
গবাদি পশু চরত অবাধে
রাত হলে অনেক শেয়াল
এখন মানুষ এ সবে পায় ভয়
খ্রিস্টিয় সেমিট্রির মতো
পরিচ্ছন্ন করছে মৃতদের বাড়ি
রাতদিন কামিনি ঝরে পরছে
বকুল কাঁঠালি চাপার গন্ধে ভরপুর
আজকাল মেয়েরাও আসে
আপনজন হয়তো কেউ এখানে
সঙ্গীর কাছে জানতে চায় মেয়েটি
আমি যদি মরে যায়-
মানব জীবনে এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন
এই একটি সম্ভাবনার মৃত্যু নেই
তবু মানুষ করে সন্দেহ

অথচ মরণ তার স্তনযুগলের চেয়েও নিকট
বাঁচতে হলে এই শরীর রেখে যেতে হবে
এখানে কোনো মরণ নেই
এক শরীরে দ্বিতীয়বার আসতে পারে না
তবু কর্তিত গোলাপ জীবন ও মৃত্যুর
মাঝখানে সেতুবন্ধ করে
আমরা এখন জীবিতদের জগতে।

কানেক্টিং ফ্লাইট

সবাই তো বিমানেই যাবে
দুএকটা বিমান থামবে হিথরো ওয়াশিংটনে
শার্চ দ্য গলে
সংগ্রহ করতে হবে জ্বালানি
খাদ্য খানাও নিতে হতে পারে
অনেকটা পথ আকাশে ভেসে
যদিও নিরাপদ এখনো, তবু পাইলট ক্লান্ত
বিমানবালাদের বিশ্রামের আছে প্রয়োজন
যাত্রীরা কিছুদিন থাকবে এখানে
পাঁচতারা হোটেলে রয়েছে সব আয়োজন
এ শহরে কেউ বা বানিয়েছে বিশ্রামাগার
সবাই যদিও একই গন্তব্যে যাবে
তবু বিমানের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম
তাই একই সঙ্গে নয় কানেক্টিং ফ্লাইট
বন্দরে বসে সময় কাটানো নয় সুখের
সবার রয়েছে তাড়া
যাত্রা পথের বিলম্ব দেয় বিষণ্নতার জন্ম
যাদের রয়েছে পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয়
পরিবেশনে যুবতী কন্যা
তাদেরও তুলতে হবে পাত্তাড়ি শিগগির
একই বিমানেও কেউ ডিলাক্সে করে পান
নরম কুশনে রাখে পদযুগল
তদের প্রতি হয়তো যাত্রীদের সামান্য ঈর্ষা
গন্তব্যে পৌঁছার পরে পার্থক্য থাকে না তেমন
অতএব যারা যাচ্ছে আগে, যাক
হোক চাটার্ড বিমান
আমরা কেউ জানি না কবে আসবে
কার কানেক্টিং ফ্লাইট।

নির্জন বিটপীর তলে

আবার কি আমাদের দেখা হতে পারে
আমরা কি অনেকটা দূর চলে গেছি
সায়াহ্ন কি হয়েছি পার
ফিরতে গেলে বেলাবেলি বড় কি দেরি হয়ে যাবে
বৃক্ষের নিচে কি নেমেছে ছায়া
পাতার আড়াল থেকে পারব কি চিনতে অবয়ব
আলো থেকে দূরে গেলে তুমি কি তেমনই থাক
পুনরপি ভাবতে গেলে নিশ্চিত সায়ংকাল
নদীও হয়েছে উত্তাল ভরপুর
মাঝি চলে গেছে পারে
অথৈ তটিনী আমি পাব কি সন্তরণে
এই ভর সন্ধ্যায় ফিরে গেলে তুমিও
নাকি আমারই মতো দ্বিধায়
নাকি বিপদ ঘনিয়েছে ঘনিষ্ঠতার দায়ে
এখনো প্রান্তরে বুড়ো বিটপীর নিচে
সাঁঝের অন্ধকারে খুঁজছ কোনো মুখ
প্রেতমূর্তি হয়তো একা একা কইছে কথা
এখানে এসেছে নেমে বিচ্ছেদের শূন্যতা।

মৃত্তিকার অসুখ

এই একটি বার
কেবল এই একটি বার
তুমি কি তুলবে না মাথা
সজল তৃণা- লাগবে না গায়ে
বাতাসের হিন্দোল
কতই তো ভুল হয়ে যায়
ভুল হয়ে যেতে পারে
কোথাও নেই তার ক্ষমা
ছিলা থেকে তীর গলে গেলে
কোনদিন ফিরবে না আর
বিহঙ্গ কিংবা বৃক্ষ
যেই হও তুমি
এই একটি বার
এই একটি মুহূর্ত তোমার
কেউ ফেরেনি আবার
অনেক নিয়েছ দুঃখ
অনেক বেদনার ভার
এই সব নয় দেখবার
তুমি আর আমি কেউ নই
একরৈখিক পথের যাত্রী
নিশ্চিত হয়েছিল দেখা
যার সাথে
নিজের শরীর দিয়ে
সয়েছিল ব্যথা
দেখেছিল ছায়া তার
ভেবেছিল বাঁচবে আবার
অথচ সেই ছিল মা
জীবনের প্রথম খাবার
ভুলে যাও ভুলে যাও

এই সংশয়
ছিল কি যে হরাবার ভয়
দুঃখ কিংবা সুখ
সব মৃত্তিকার অসুখ
এইখানে রেখে যেতে হবে
জীবনের কাছে নয়
ক্ষমতার কাছে যারা
হয়েছিল নত
বন্দি পাখির মতো
কেঁদেছিল
ডানার স্বপ্ন রহিত
যে সব বায়ু জল অগ্নি
তারা নিয়েছিল ঋণ
সব রেখে যেতে হবে
শুধিবার দিন।

অনঙ্গ

কাঁচ থেকে নিকেল সরিয়ে নিলে
মনে পড়ে অবয়ব
কতবার চেয়েছি পৃষ্ঠদেশের দিকে
এতটা ফাঁকির মধ্যে রেখেছ ধরে আমায়
অন্যের শিরায় যতটা দিয়েছে গণ্ডুষ
ততটাই নিজেকে রেখেছ গোপন
আমিই কি চেয়েছি তোমার দিকে
কখনো বিগড়ে গেলে
নির্ঘুম কেটেছে রাত্রি
তুমি কি কেবলই বুকে নিয়ে বইবে
রাখবে দুপায়ের মাঝখানে
তোমার আর আমার এই উপেক্ষার গল্প
যুদ্ধে জানি না কার সর্বাধিক অবদান
তুমিই তো পড়ে থাক শহিদ ময়দানে
আমি যদিও তোমার শোকে কাঁদি
যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে ফিরে যাই ঘরে
তোমার জন্যই এতদূর আসা
তোমার জন্যই এতটা ভালোবাসা
তবু আমাদের সম্পর্ক ল্যাপ্টানো
যত না তোমার দিকে চেয়েছি
তার চেয়ে প্রবিষ্ট হয়েছি অন্য শরীরে
আবার যদি তোমায় ফিরে পায়
সত্যি, আর হবে না এতটা অন্যায়।

কখন কাটলে টিকিট

দড়াদড়ি আগেই গুছিয়ে নিয়েছ
আমিও তো যাব
জাহাজ এবারও হয়ে গেল ফেল
কদিন আগেও তো দেখা হলো
ছাদের বাগানে করছিলে জল-সিঞ্চন
আজই যাবে বললে না তখন
দুদণ্ড কথা ছিল বাকি
পোষা পাখিটিও অস্থির
গাভীটির উঠেছিল প্রসব বেদনা
আমায় রেখে দিল এই দোটানা
কতটা বেচাইন
কতটা স্বার্থপর
আমিও তো যাব পূর্বাপর
আমারও তো অরক্ষিত ঘর
হয়তো এখানে আছে অসুখ
তবু নাতিদের মুখ
অনেকদিন পর মেয়েটা এসেছে
আগে গিয়ে বেশ বাজাচ্ছ বোগল
সমুদ্র বায়ুতে খাচ্ছ দোল
এত হাসি এত উচ্ছ্বলতার গান
এখানে করলে অবসান
খালি করে যাচ্ছ চারপাশ
এখন আমাদের হাশফাঁস
দরকার ছিল এতটা তাড়াতাড়ি
হাসিটুকু নিয়ে গেলে একলা জীবনে
শুধু বিষণ্নতা রেখে গেলে
আমাদের এখানে।

অমিতাভ

অমিতাভ চলে গেছে, কাল কালান্তরের পথে
কি আর কথা তার সাথে
পুরোহিত জেগে আছে একা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়
কেঁদে কেঁদে বলে, আয় ফিরে আয়
এখন নয় দাদাগিরির সময়
যখন বসেছি ধুম্রজলে দীপ-সন্ধ্যায়
তখন প্রেতলোক ডাকে অমরায়
আমরাও যাব, কুড়িয়ে পেলে একটা টিকিট
তবু সেই সব অসুরেরে ধিক
যারা রুদ্ধ করেছে প্রস্থানের পথ- একের অধিক
চারিদিকে ছড়িয়েছে আগরের ঘ্রাণ
তুলসিতলায় বিষণ্ন কুয়ো ব্যাঙ
বহুদিন হয়ে গেল পৃথিবীতে আমাদের প্রাণ
পুরাতন বাড়ির ছাদ, ময়লার স্তূপ
একটি কুকুর চোখ বুজে ঝিমাতেছে চুপ
আমরা কোথায় যাব শেষকৃত্যের পর
পারব কি চিনতে কোথায় আফসার
ফরিদা পুরোহিতের ঘর।

ঘড়ি

আমি একটি দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি কিনেছিলাম
ঘড়িটির নাম ঠিক মনে নেই,
হতে পারে, অ্যাংলো-সুইস ক্যাভারলি
এই ঘড়ি নির্মিত হয়েছিল
সুইজারল্যান্ডের নির্জন পর্বতচূড়ায়
সূর্যাস্তের শিশির ধোয়া রোদে
প্রবীণ কারিগড়গণের পরমযত্নে-
প্রতিটি ঘড়িরই ছিল আলাদা পরিচয়
একটির সঙ্গে ছিল না আরেকটির মিল
তাই দামও দিতে হয় বেশি
কিছুদিন আগে এক পার্টিতে গেছিলাম
এক ধনী বন্ধুর বার্থডে পার্টি
সেই ঘড়িখানা হাতে পরে
আজকাল ঘড়ির প্রচলন যদিও নেই খুব বেশি
ঘড়ি এখন পুরষের অলঙ্কার বিশেষ
পার্টিতে ছিলাম মেতে অনেক হুল্লোড়ে
হাতে হাতে ঘুরছিল দামি পানীয় খাদ্যদ্রব্য
শিশুরা ছিল শিশুদের মতো
মেয়েরা গল্পচ্ছলে মাপছিল সহপার্টিদের
পোশাক ও অলঙ্কারের দাম
বন্ধুদের আড্ডায় সকলে মশগুল
জীবন এত আনন্দের-
মাঝে মাঝে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে
এর মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এলো কয়টি বালক
বলল, আঙ্কেল আপনার ঘড়িতে কয়টা বাজে
কখন যে ঘড়ির কাটা হয়েছে বন্ধ- পাইনি টের
হয়তো ফুরে গেছে ব্যাটারির দম
একজন বলে উঠল, কাকার ঘড়ির ১২টা বেজে গেছে
মেয়ে মহলে উঠল হাসির হুল্লোড়

ভদ্দরলোকেরা বহুকষ্টে গেলেন চেপে
কি আশ্চর্য! দুশো টাকার একটি ব্যাটারি নেই বলে
ঘড়িটির দামের কথা ভুলে গেল সবাই
একটি নগ্ন লাশ হয়ে আমিও সবার সম্মুখে
ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়ে রলাম।

সমাগত আড়াল

এখনো কিছু কাজ আছে বাকি
পানি শুকিয়ে গেলেও
নৌকাগুলো ঠিক কিনারে এসে ভিড়বে
জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি দেখে যাচ্ছি
দেখে যাচ্ছি বস্তুর পুনরাবর্তন
একই সূর্য প্রতিদিন উঠছে
পুব থেকে পশ্চিমে নিচ্ছে আড়াল
একই সূর্য ফিরে আসছে প্রতিদিন
পর্বত থেকে সমুদ্রে যাচ্ছে ডুবে
অস্থির সমীরণ ঝড়ের সৃষ্টি করছে
পৃথিবী মূলত মা বাবা শিশুর সংসার
শিশুরা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে
আবার উঠে যাচ্ছে পর্বতে
বৃদ্ধরা সম্পন্ন করছে উত্তর-গোলার্ধে দৌড়
দক্ষিণ গোলার্ধে উঁকি দিচ্ছে লালিমা
এখন আমার সমাগত আড়াল
এখন নেমে আসছে রাত
সূর্য যেভাবে ডুবে যায় সমুদ্রে
আমারও বিশ্রাম ঠিক বিপুল জলরাশির নিচে
অশ্বের পিঠ থেকে সোয়ারি পড়ে গেলে
ঘোড়াগুলো ফিরে আসে আস্তাবলে
পুনরায় ভরে ওঠে যুদ্ধের মাঠ
ধান ও তৃণভূমি, সহযোদ্ধারা নেয় কেটে
শিষের নিচ থেকে কোমর অব্দি
এখানে আবার জেগে উঠছে ফসল
কুরঙ্গ শিশুরা খেলছে ঘাসের জমিতে
একটি ব্যাঘ্র শুয়ে আছে আয়েশি ভঙ্গিতে
রাত শেষ হলে গরুগুলো নিয়ে
আমিই ফিরে আসব জল-সিঞ্চনে।

হেমন্ত চলে গেছে

আজ পাতা ঝরে যাচ্ছে, অভাব দেখা দিয়েছে জল সিঞ্চনে
হলুদ মেঘে ঢেকেছে বায়ু- ভ্রান্তির কবলে বাড়ি ফেরার পথ
বন্ধুরা যারা তুলেছে কণ্ঠে শীত-কম্পন, ডাকিছে আকিঞ্চনে
কাশ যুবতীর কেশ হয়েছে শুভ্র শরতে, এখন যাবার শপথ।

এসেছে গ্রীষ্মে যদিও, হেমন্তও চলে গেছে মরা-কার্তিকে
পোস্ট-মাস্টার লিখেছে চিঠি- প্রকৃতির নানা রঙ উপাচারে
প্রস্তুত হও বরফ ঘুমে, পল্লব ঝরে গেছে তোমাদের শোকে
বাইরে নবান্ন উৎসব- ভেতরে কান্নায় ভিজেছে বারে বারে।

তুষার শ্রভ্র মেয়েরা মিলায় হিসাব- কয়টা দিনের ব্যবধানে
এখানে কুসুম ফুটেছিল- মধুর মতো ঝরেছিল শ্রভ্র স্তন
হঠাৎ ওঠে চমকে গভীর রাত্রে- উদ্ভ্রান্ত মৌমাছির গানে
শীতের পাখিরা ডানা ঝাপটায়, শূন্যতা আর কতক্ষণ।

যদিও সঙ্গীত যাবে থেমে অকস্মাৎ ফুরাবে ব্যর্থ আয়োজনে
তবুও থাকবে পৃথিবীর ধূলিকণা- পড়ন্ত নক্ষত্রের গানে।

মৃতদের রাজ্যে

এত এত মরা মানুষের সাথে থাকি বলেই কি আমার মরে যেতে ভয়
পুনরায় মরে কিভাবে প্রমাণ করব আমিও মরেই ছিলাম
যে-সব লাশের সঙ্গে বসবাস করি- তাদের খুব কমই সদ্যমরা
তাদের শরীর থেকে কবেই খসে পড়েছে কাফনের বস্ত্র
এমনকি হাড্ডিগুলো প্রায় নেই বললেই চলে
তবু তারা প্রত্যেকে ভাবছে তাদের কাপড় আব্রু ঢাকার মতো অক্ষত
অথচ তারা কেউ মারা গেছে আদম ও ঈভের জীবদ্দশায়
কেউ আব্রাহামের অগ্নিকুণ্ডে
কেউ মারা গেছে সক্রেটিস কিংবা তার শিষ্যদের সাথে
দু'একজন এমনও আছে যারা যিশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল
অথবা কেউ কুষ্ঠরোগী, কেউবা বদ্ধ-উন্মাদ
মৃত্যুর পরেও ভাবছে ঈশ্বরপুত্র তাদের সুস্থ করে তুলবেন
হাজার দু'হাজার বছরের মৃত্যুর ভেতর দিয়েই তো আমি হাঁটছি
অবশ্য দু'একবার কেউ জেগে উঠতেও চেষ্টা করেছে
ঘুমের ঘোরে স্লোগান দিয়েছে ইনকিলাব জিন্দাবাদ
কিন্তু তারাও তো আজ মৃত
এই সব সদ্য-মরার দুর্গন্ধে আমি আজ দিশাহারা
আমরা মৃতরা শব সাফসুতর না করে
গলিত শবের উপর ছড়াচ্ছি গোলাপ-জল
এখানে মৃতরাই বহন করছে মৃতদের কফিন
মৃতদের কাছ থেকে দু'এক পয়সা কামিয়েও নিচ্ছে
কেন ভাই তুমি এখনো দাবি করছ জীবিত
তুমি তো ঘুমের মধ্যে হাঁটছ
স্বপ্ন দেখছ
বলছ সব কাজ তোমার পিতামহ আগেই করেছে সমাপন
তাহলে কেনই বা তুমি বাঁচতে চাচ্ছ
উপরে বোঝাই, নিচে খালাস ছাড়া আর কি কাজ রেখেছ বাকি
অনেকদিন বেঁচেছিলে বলে
মৃতদের কাছে শুয়ে শুনেছিলে মৃতদের গল্প
আর ভেবেছিলে তুমি হয়তো বা এখনো রয়েছ জেগে

এ সব শব শৎকারের জন্য তোমায় না বাঁচলেও চলে
কেবল ডারউনের বান্দর, ফ্রয়েডের মণ্ডুপাত ছাড়া
তোমার কি কোনো এজেন্ডা নেই
যারা তোমায় জন্ম দিয়েছিল
তারা কি রেখে দিয়েছিল তোমার জননতন্ত্র
না কি তোমায় কবর পাহারায় নিযুক্ত রেখে তারা দিচ্ছে ঘুম
অথচ তুমিও পারছ না বুঝতে তুমিও মরে গেছ
কতিপয় চতুর মৃতদের রাজ্যে!

উল্টো রথে

সত্যিই একদিন আমার টাইম মেশিন উড়ে গেল বাতাসে
নবগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ল- দূর গ্রহে
আমি দৌড়তে থাকলাম- ঠিক যেভাবে সন্ধ্যা নামার আগে
শিশুরা খেলার মাঠ থেকে মায়ের কাছে ফিরে আসে
প্রথমে শাদা চুলগুলো কালো হয়ে গেলে
যে-সব শুক্রকণা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল বিভিন্ন পাত্রে
তারাও ছত্রখান হয়ে গেল ভেঙে-
মায়ের জরায়ু যদিও আমার প্রথম পছন্দ, তবু
পিতারাও বুঝে নিল তার অর্ধেক অংশ
একটি কোষ, অথচ বিভক্ত ছিল দুইটি ভাগে
এখন ভাগাভাগি হয়ে ছুটছে কিঞ্চিৎ আনন্দে
অকস্মাৎ হারিয়ে গেল শব্দের মানে- কে কার জন্মদাতা
বুঝলাম, আমিই তো পিতাদের জন্ম দিয়েছি
আমিই তো বানিয়েছি মাতামহীর অপুষ্ট জননেন্দ্রীয়
প্রথম পেলাম টের, আমরা বস্তু নই- আলোর কণিকা
এতদিন জেনেছি- জগতে সম্ভব নয় আলোর অধিক গতি
আথচ আলোরাও অসীম অন্ধকারের অবাধ্য সন্তান
তারাও কারো গর্ভ থেকে বাইরে এসেছিল
তারাও ফিরে যেতে চায়- এই উল্টো রথের চাকায়
সময় ও শূণ্যতা সংকৃচিত হয়ে- অভিন্ন সত্তায়
আলো ও শব্দের কম্পনাঙ্কে মিশে যেতে থাকে-
এক অভূতপূর্ব নৃত্যের ছন্দে-
এক সূর্য থেকে আরেক সূর্যে
আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হবে
ফানেলের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তরল
তবু সবারই আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে-
সবাই এ মহাবিশ্বে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গী।